দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ..10 DEC 2015....
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৩

'রোকেয়া রচনা পাঠ ও তাঁর চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার বিকল্প নেই'

সংস্কৃতি সংবাদ

স্টাফ রিপোর্টার ॥ প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনানুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে রোকেয়া দিবস পালন করা হয় বাংলা একাডেমির সেমিনার কক্ষে বুধবার বিকেলে। বাংলা একাডেমি আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে 'রোকেয়ার আলো এবং আমাদের আলো-অন্ধকার' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন লেখক-সাংবাদিক আবুল মোমেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন গবেষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. সোনিয়া নিশাত আমিন। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান। তিনি বলেন, রোকেয়া অসম-সাহসিকতায় শুধু নারীপ্রগতি নয়, আমাদের সমাজপ্রগতিতেও রেখেছেন অসামান্য বিপবী ভূমিকা। আমাদের সামগ্রিক অগ্রগমনের স্বার্থে রোকেয়া-রচনা পাঠ এবং রোকেয়া চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার কোন বিকল্প নেই।

প্রাবন্ধিক আবুল মোমেন বলেন, রোকেয়ার অভিপ্রায় আজ প্রায়

(১৯ পৃষ্ঠা ৭ কঃ দেখুন)

রোকেয়া রচনা

(২০-এর পৃষ্ঠার পর)

একশত বছরের ব্যবধানে ফলপ্রসূ হয়েছে কিনা তা একবার তলিয়ে দেখা দরকার। রোকেয়ার স্বপ্নের আলোকে সাম্প্রতিক বাংলাদেশের চিত্রটাও দেখে নেয়া জরুরী। অন্ধকারের মৌলবাদী শক্তি নারীকে আবার অবরোধে আবদ্ধ করে সমাজকে অবরোধবাসিনীর মিছিলে পরিণত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এ সম্পর্কে আমাদের সচেতন হতে হবে। তিনি বলেন, বেগম রোকেয়া পুরুষ ও নারীর সমঝোতায় একটি উদার সমাজের কথা ভেবেছেন। তিনি ধর্মেরও উদার-মানবিক রূপটিকে স্বাগত জানিয়েছেন। রোকেয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য আমাদের সমাজকে সনাতন মানসিকতার বিভাজনের বৃত্ত থেকে মুক্ত করে উদার মানবতার সমন্বিত ধারায় আনতে হবে। রোকেয়ার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন তখনই যথার্থ হবে যখন আমরা সমতার ভিত্তিতে একটি উদার মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারব। আলোচনায় অংশ নিয়ে অধ্যাপক সোনিয়া নিশাত আমিন বলেন, রোকেয়া শুধু নারীমুক্তির অগ্রদূত নন, বঙ্গীয় রেনেসাঁর অন্যতম উদ্যোক্তাও বটে। রোকেয়ার স্বপ্নে আমাদের নারীসমাজ অনেক দূর এগিয়েছে বটে কিন্তু প্রান্তিক নারীর সার্বিক মুক্তি এখনও অর্জন হয়নি। রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে নারী শীর্ষপদে আসীন হয়েছেন তবে সমাজের সর্বস্তরে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়ে এখনও আমরা সমতা প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, রোকেয়া সমকালীন সমাজের বহু প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে তাঁর ভাবনা ও কর্মে এগিয়ে গেছেন। তিনি নিজের মুক্তির চেয়ে সমাজের মুক্তিকে বড় করে দেখেছেন সব সময়। রোকেয়ার সমাজ-সংস্কারক পরিচয়কেই আমরা প্রধান করে দেখি; অনেকাংশেই আড়াল হয়ে যায় তাঁর সাহিত্যিক পরিচয়। বাংলা সাহিত্যের বড় মাপের লেখক, চিন্তাবিদ ও নারীমুক্তির দিশারী রোকেয়ার প্রেরণা আমাদের মঙ্গলের জন্যই যেন অনিঃশেষ সত্য হয়ে প্রতিভাত হয়।

গণহত্যার শিকারগ্রস্তদের স্মরণ, মর্যাদা প্রদান এবং গণহত্যা প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক দিবস পালন। গণহত্যার শিকারগ্রস্তদের...